নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ওয়েস্টার্ন ইকোনোমিক করিডর এন্ড রিজিওনাল এনহান্সমেন্ট প্রোগ্রামের (**WeCARE-P169880)** লক্ষ্য আঞ্চলিক সংযোগ, পশ্চিমাঞ্চলে লজিস্টিকস সক্ষমতা বাড়ানো এবং বাংলাদেশের সড়ক খাত ব্যবস্থাপনার উন্নতি। **WeCARE** কর্মসূচি ১০ জেলায় ১০ বছর মেয়াদে বাস্তবায়ন হবে। বহু পর্যায়ের এই কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে (এই প্রকল্প) সামগ্রিক কর্মসূচির মত একই উপাদান কাঠামো অনুসরন করবে এবং যশোর থেকে ঝিনাইদহ পর্যন্ত (৪৮ কিলোমিটার) জাতীয় মহাসড়ক উন্নত করতে এবং পুরো করিডর জুড়ে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল/ইউটিলিটি ডাক্ট স্থাপন এবং সড়ক পরিবহণ খাতের আধুনিকায়নে অর্থায়ন করবে, যা বাস্তবায়ন করবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)।

WeCARE প্রকল্পের ৫টি উপাদান রয়েছে। সওজ ১ ও ৪ নম্বর উপাদান বাস্তবায়ন করবে। তবে সওজ বিশ্বব্যাংককে উপাদান-৫ এর আওতায় জরুরি প্রতিক্রিয়া ও পুনর্নির্মাণে সহায়তা করতে প্রকল্পের তহবিল পুনঃবরাদ্দের জন্য অনুরোধ করতে পারে।

উপাদানসমূহ নিম্নরুপ ঃ

উপাদান ১ ঃ মহাসড়ক করিডরের উন্নয়ন

উপাদান ৪ ঃ সড়ক খাত ব্যবস্থাপনা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি

উপাদান ৫ ঃ আকস্মিক জরুরি প্রতিক্রিয়া

WeCare-সওজ এর এই স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্লান (এসইপি) বিদ্যমান বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, নেটওয়ার্ক ও এজেন্ডার সুবিধা নিয়ে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে অবদান নিশ্চিত করতে সমস্ত নির্ধারিত স্টেকহোল্ডারদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করেছে।

সওজ প্রকল্পের জীবন পরিক্রমায় প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ (**PAPs)**মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিক্রমায় নারীসহ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ (**PAPs)** এবং ঝুঁকিপূর্ন গ্রুপকে (**VGs)** অন্তর্ভূক্ত করবে। **WeCare**-সওজ প্রকল্পের পিডি ইতিমধ্যে জেলা প্রধান কার্যালয়, পৌরসভা, ক্ষতিগ্রস্থ উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকল্প সংশ্লিস্ট কর্মকান্ড বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিয়েছেন। একইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ/ঝুঁকিপূর্ন গ্রুপের যাতে কম অসুবিধা হয় তা দেখছেন। আগের প্রকল্পগুলোর কিছু অভিজ্ঞতা **WeCare**-সওজ প্রকল্পের ক্ষেত্রে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

০ সওজ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ও পরামর্শকদের নিয়ে পিআইইউ, আরএসইসি এবং সিএসসিকে শক্তিশালী করেছে, যারা মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত থাকবেন এবং ঠিকাদারদের কাজ কদারকি করবেন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।

০ প্রকল্পের জন্য সওজের চুক্তির দায়বদ্ধতার মধ্যে থাকবে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ লোকজনের মধ্য থেকে (আগ্রহ বিবেচনায় নারীসহ) উপযুক্ত শ্রমশক্তি নিয়োগ করা।

০ সওজের কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট সব বৈঠকে উপস্থিত থাকছেন এবং স্টেকহোল্ডারদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। সওজ বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট চলমান প্রকল্পের আদলে একটি জিআরএস প্রনয়ন করেছে, যা কার্যকর এবং জিবিডিসহ সংশ্লিস্ট অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তি করে।

০ ঢাকা এবং জেলা পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের নিয়মিত বৈঠক/আলোচনা সভার আয়োজন করছে সওজ কর্তৃপক্ষ এবং আলোচনার সিদ্ধান্ত ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করাসহ সব পরিকল্পিত উপায়ে সংশ্লিস্ট সকল পর্যায়ে জানানো হচ্ছে।

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার গ্রুপের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি, সংগঠন, ব্যবসা এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের বাইরে সড়ক পরিবহণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান। ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হলো- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সওজ ও এলজিইডি, জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর, সওজ, এলজিইডি, বিআরটিএসহ জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের সরকারি কর্মকর্তারা, এফবিসিসিআই প্রতিনিধি, শ্রম ইস্যুতে কাজ করে এমন আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় এনজিও, জেন্ডার এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা(জিবিডি) ইস্যু, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ের প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং বনিক সমিতি, শ্রম ইউনিয়ন, সড়ক পরিবহণের মালিকবর্গ, গাড়ি চালক ও শ্রমিক ইউনিয়ন, শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান (যশোর-ঝিনাইদাহ মহাসড়কজুড়ে) । এই প্রক্রিয়ায় প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ দূর্বল গ্রুপ (**VGs**) এবং সুবিধাবঞ্চিত গ্রুপ চিহ্নিত হবে যাদের জমি/ব্যবসা স্থাপনা অধিগ্রহণ করা হবে ।

প্রকল্পটি এখন প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে আছে এবং নকশা, রাস্তার বিন্যাস এবং ভুমি অধিগ্রহনের বিস্তারিত চুড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের পিডি ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে অনেকগুলো বৈঠক/আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন এবং এসব সভার আলোচনার সারকথা নকশা ও সড়ক বিন্যাসে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় কোনো আদিবাসী সম্প্রদায় নেই। সওজ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার গ্রুপকে সম্পৃক্ত করতে এই এসইপি প্রনয়ন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রকল্প প্রস্তুতি (প্রকল্প নকশা, মূল্যায়ন, পুনর্বাসন পরিকল্পনা, এসইপি প্রকাশ), নির্মাণ ও সংযোজন কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতিতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের ওপর স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা ও তাদের সম্পৃক্তার প্রবাহ নির্ভর করবে (ছক-৪ এ উল্লেখ আছে এবং এসইপির অভিযোগ নিস্পত্তি কৌশল অনুচ্ছেদ ৬)। অন্যদিকে এফজিডি বৈঠক/আলোচনা, জন পরামর্শ, প্রকল্প সংক্রান্ত প্রচারপত্র বিলি, সুনির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হালনাগাদ তথ্য, বিলবোর্ড, ফ্লায়ারস এবং সওজের পিডি, পিআইইউ, আরএসইসি, জেলার এক্সইএন এবং সামাজিক সুরক্ষা পরামর্শকের(মাঠপর্যায়ে) সহায়তায় সিএসসিসহ প্রকল্প সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তি একইসঙ্গে প্রকল্পের এবং ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের অভিযোগ নিস্পত্তি কমিটি সংক্রান্ত তথ্য বিতরনে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

স্থানীয় এনজিওগুলো এসব বার্তা প্রেরণের কাজে ব্যবহৃত হবে। অগ্রগতি, বিভিন্ন বৈঠকের ফলাফল এবং অভিযোগ সংক্রান্ত ইস্যুসহ প্রকল্পের সকল বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য **WeCare** এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এসইপি তদারকি ও বাস্তবায়নের জন্য তৃতীয় পক্ষকে সম্পৃক্ত করা যায় কি-না তা নিয়ে সওজ চিন্তাভাবনা করছে। তৃতীয় পক্ষ সম্পৃক্ত হলে তারা প্রকল্প বাস্তবায়নের দ্বিতীয় বছর থেকে কাজ শুরু করবে। পিডি, পিআইইউ, আরএসইসি এবং সিএসসি এই এসইপির কার্যকর বাস্তবায়নের বিষয়টি দেখভাল করবে।

****